

ফ্রেন্ডশীপ গ্যাডারিং নং ৪ - তাফসীর / খ্রিস্টান না ইসলাম?

আপনার অসাধারণ প্রশ্ন: আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে খ্রিস্টধর্ম বা ইসলাম সত্য পথ?

আমাদের উত্তর: এর সবকিছু হজরত ঈসা মসিহ সম্পর্কে!

-ইউহোন্না ১০:২৩-৩০ তখন শীতকাল। ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দেসের মধ্যে বাদশাহ সোলায়মানের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় ইহুদী নেতারা ঈসার চারপাশে জমায়েত হয়ে বললেন, “আর কত দিন তুমি আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মসীহ হও তবে স্পষ্ট করে আমাদের বল।” ঈসা জবাবে বললেন, “আমি তো আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা ঈমান আনেন নি। আমার পিতার নামে আমি যে সব কাজ করি সেগুলোও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আপনারা ঈমান আনেন নি, কারণ আপনারা আমার ভেড়া নন। আমার মেষগুলো আমার ডাক শোনে। আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছনে পিছনে চলে। আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান। কেউই পিতার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে না। আমি আর পিতা এক।”

দুটি সমালোচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যা আপনার খ্রিস্টধর্ম বনাম ইসলাম বিষয়ক প্রশ্নের আগে জানা আবশ্যিক:

১) হজরত ঈসা কি সত্য নাকি মিথ্যা নবী? ২) আপনি কি আবার জন্মগ্রহণ করেছেন?

হজরত ঈসা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ইবনুল্লাহ এবং একজন ব্যক্তিকে বেহেশতের সাথে থাকার জন্য পুনরায় জন্ম নিতে হবে। প্রিয় বন্ধুরা, সঠিক প্রশ্ন এবং সঠিক প্রেক্ষাপটটি “আমি কীভাবে জানি যে খ্রিস্টান ধর্মই সত্য পথ?” নয়, তবে সঠিক প্রশ্নগুলি হল, “হজরত ঈসা কি একজন সত্যিকারের নবী?” আপনার উত্তর অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রশ্ন দ্বারা অনুসরণ করা উচিত: “আমি কি আবার জন্মগ্রহণ করেছি?”

- ইউহোন্না ১৪:১৬ আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন।

যেহেতু হজরত ঈসা প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের নবী ছিলেন; যেমনটা খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম উভয়ই ঘোষণা করে, তাহলে এটা অবশ্যই সত্য যে হজরত ঈসা পৃথিবীতে তাঁর সারা জীবন একবারও মিথ্যা বলেননি।

হজরত ঈসা নিম্নলিখিত সত্য ঘোষণা করেছেন:

- ইউহোন্না ৩:৩ ঈসা নীকদীমকে বললেন, “আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, **নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহর রাজ্য দেখতে পায় না।**”
- মথি ১৮:২-৩ তখন ঈসা একটা শিশুকে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, **যদি তোমরা মন ফিরিয়ে শিশুদের মত না হও** তবে কোনমতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।

হজরত ঈসা যা বলেছিলেন তা হয় সত্য বা মিথ্যা। একজন সত্যিকারের নবী হতে হলে, হজরত ঈসার কথা অবশ্যই অমূলক এবং সত্য হতে হবে অন্যথায় তিনি একজন মিথ্যা নবী হবেন। একজন মিথ্যা নবী গুনাহে পূর্ণ। শুধুমাত্র একজন নিশ্চিনাহ মানুষ অন্যের গুনাহের জন্য আল্লাহর গৃহীত কোরবানি হতে পারেন।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, **হজরত ঈসা মসিহের বিষয়ে আপনি যা সত্য বলে ঈমান আনেন** তা হল সমালোচনামূলক এবং চিরন্তন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা খ্রিস্টান বনাম ইসলাম নয়। আপনার প্রশ্নের উত্তর আরও সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: “প্রিয় চিরন্তন রুহ, আপনি কি ঈমান আনেন যে কিভাবে মসিহ হজরত ঈসা নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন এবং আপনার কী নতুন জন্ম হয়েছে?”

এই দুটি প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র আপনি একা জানেন। **পৃথিবীতে কেউ জানে না কোন ব্যক্তি হজরত ঈসাতে ঈমান আনেন এবং অনন্তকালের জন্য নাজাতপ্রাপ্ত হয়।** পৃথিবীতে কেউই অন্য মানুষকে বলতে পারবে না যে তারা রক্ষা পেয়েছে। এই “নতুন জন্ম” কারো হৃদয়ে ঘটেছে কিনা তা আল্লাহ এবং ব্যক্তি মাত্র দুজনই জানেন।

হজরত ঈসা মসীহে ঈমান আনতে আসা যেকোন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রথমে রুহানি ভাবে "নতুন জন্ম" হতে হবে। এবং ঈমান আনতে হবে যে হজরত ঈসা মসীহ ইবনুল্লাহ এবং খ্রিস্টধর্মই সঠিক পথ।

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যের মন্তব্য:

এটা স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে উপরের তথ্যগুলি কেবল ঐতিহাসিক তথ্য যা কাউকে ঈমান আনতে বলেন না যে হজরত ঈসা আল্লাহ পুত্র, যেমন তিনি পৃথিবীতে তাঁর জীবনকালে নিজেকে ইবনুল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন। কেন? আবার, এর কারণ হজরত ঈসা মসীহে ঈমান আনা শুধুমাত্র মনই জড়িত নয় বরং ইচ্ছা ও আবেগ (ব্যক্তিত্ব)ও অন্তর্ভুক্ত করে।

সত্য: হয় হজরত ঈসা ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে, ইবনুল্লাহ, অথবা তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী যিনি বেঁচে ছিলেন এবং কোনোভাবে হাজার হাজার প্রত্যক্ষদর্শীকে প্রতারণা করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর অলৌকিক কাজগুলি দেখতেই নয়, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পরেও তাঁকে জীবিত দেখতে পান।

- ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

ঈসা মসীহকে হয় একজন সত্য নবী বা মিথ্যা নবী হতে হবে। সে উভয় হতে পারেন না। কিতাবুল মোকাদ্দাস এবং কুরআন উভয়ই ঘোষণা করে যে হজরত ঈসা একজন সত্য নবী ছিলেন। হজরত ঈসা যদি প্রকৃতই একজন সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য হতে হবে। উপরের বিবৃতিটি সত্য বা মিথ্যা হতে হবে!! **আল্লাহর পুত্র এবং নিখুঁত মানুষ** হিসাবে তাঁর আল্লাহত্ব প্রমাণ করার জন্য, হজরত ঈসা তাঁর তিন বছরের সময়ে এবং লোকেদের সাথে কথা বলার মধ্যে, সবচেয়ে গভীর অতিপ্রাকৃত জ্ঞান ঘোষণা করেছিলেন এবং অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন যা কোনও নিছক মানুষ কখনোই বলতে বা করতে পারে না।

এইভাবে, আপনি হজরত ঈসা মসীহের সম্পর্কে যা সত্য বলে ঈমান আনেন তা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আপনি কখনও ভাববেন! কিন্তু, নিম্নলিখিতটিও সত্য: আপনি হজরত ঈসার বিষয়ে সত্য, তাঁর কোরবানি এবং গুনাহী মানবজাতির জন্য মৃত্যু। পিতা আল্লাহ যে আমাদের ভালবাসেন তাতে ঈমান আনার আগে, একজনকে "নতুন জন্ম হতে হবে"। এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে যে একজন মসীহের উন্মত্ত [খ্রিস্টান ধর্ম] হচ্ছে সঠিক পথ।

ঐতিহাসিক তথ্য: আবারও, কোনো ঘটনা সত্যে ঈমান আনতে হৃদয়কে আগ্রহী করবে না, তবে সেগুলো সত্যকে গ্রহণ করার জন্য হৃদয়কে নরম করতে ও প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। যদিও তথ্য কোন ব্যক্তিকে পরিবর্তন করতে পারে না। আসুন আমরা কিছু তথ্য পরীক্ষা করি, আশা করি এগুলো আপনার হৃদয়কে হজরত ঈসা সম্পর্কে সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হতে প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে।

বহু বছর আগে দুজন মানুষ বেঁচে ছিলেন এবং তারা মারাও গেছেন। ইতিহাস আমাদের বলে ১) ঈসা মসীহ ৩০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেরুজশালেম, ইস্রায়েলে মারা যান। ২) মোহাম্মদ (সাঃ) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে, মদিনা, সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ করেন।

রোমান গভর্নর পন্টিও পীলাত দ্বারা ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পীলাত একটা দোষনামা লিখে ঈসার সলিবের উপরে লাগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "নাসরতের ঈসা, ইহুদীদের বাদশাহ্।" [ইউহোন্না ১৯:১৯]

মৃত্যুদণ্ডের সলিবে পেরেক মারারও ছয় ঘন্টা পরে হজরত ঈসা মারা যান এবং তাঁর মৃতদেহ একটি নতুন সমাধিতে রাখা হয়। এই সমাধিটি রোমান কর্তৃপক্ষ দ্বারা সীলমোহর করা হয়েছিল এবং সৈন্যদের সমাধির চারপাশে পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল যাতে কেউ মৃতদেহ চুরি করার চেষ্টা না করে।

হজরত ঈসা এবং মোহাম্মদ এই দুই ব্যক্তির মধ্যে শুধুমাত্র একজন তাঁর নিজের মৃত্যুর আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং কী উপায়ে তা ঘটবে, যেমন সলিবে মারা যাবেন এমনটা।

শুধুমাত্র হজরত ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি, তাঁর মৃত্যুর পরে এবং একটি লাশ কবরে রাখা হবে, সেই কবর থেকে তিন দিনের মধ্যে আবার তিনি পুনরুত্থিত হবেন। অনেক সাক্ষী তাঁকে দেখবেন।

কিতাবুল মোকাদ্দাস আমাদের বলে যে হজরত ঈসা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং অনেক সাক্ষীর কাছে দেখা দিয়েছিলেন। সমস্ত মহাবিশ্বকে শাসন করার জন্য পিতা আল্লাহর সিংহাসনে তাঁর চিরস্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করার ও বেহেস্তে আরোহণের আগে ৪০ দিনের বেশি সময়কাল তিনি দুনিয়ায় ছিলেন।

শুধুমাত্র হজরত ঈসা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ইবনুল্লাহ। কিতাবুল মোকাদ্দাসে হাজার হাজার লোকের সাক্ষাতে অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে যা শুধুমাত্র আল্লাহই সম্পন্ন করতে পারেন।

শুধুমাত্র হজরত ঈসা ঘোষণা করেছিলেন যে কেউ বেহেস্তে যেতে পারবে না এবং আল্লাহ পিতার সাথে থাকতে পারবে না, যদি না তারা হজরত ঈসাতে পুত্র হিসাবে ঈমান আনেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেন।

এই সত্যটিও সম্পূর্ণ সত্য: সমস্ত মানুষ জানে যে তারা আল্লাহর পবিত্র শরিয়ত লঙ্ঘনের জন্য দোষী। একবার এই লঙ্ঘন [গুনাহ] ঘটলে বিবেকের মধ্যে আরেকটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়: "আমি আমার অপরাধ সম্পর্কে কি করতে পারি?" প্রতিটি গুনাহ একটি ঐতিহাসিক সত্য যা একজন নিখুঁত বিচারক দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমরা কি করতে পারি? "আমরা কিছুই করতে পারি না, আমরা ইতিমধ্যেই দোষী এবং আমাদের আল্লাহর পবিত্র আদেশের লঙ্ঘন যা পূর্ববাহ্য ফেরানো যায় না!" জেরুজশালেমের বাইরে প্রায় ২০০০ বছর আগে সেই সলিবে মৃত্যুবরণ করার সময় হজরত ঈসার দ্বারা যা করার ছিল তা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। আমরা পড়েছি; তিনি মৃতপ্রায় নিঃশ্বাসে চিৎকার করে বললেন, "সমাপ্ত হইলো!" (ইউ ১৯:৩০) তার মৃত্যু নিখুঁত-ধার্মিক ও পবিত্র আল্লাহ পিতাকে সন্তুষ্ট করেছিল। এখন নিখুঁত বৈধতার সাথে, পিতা আমাদের মৃত্যুর জন্য মসিহের মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারেন এবং নিখুঁত করুণায় বেহেস্তে আমাদের কাছে মসিহের ধার্মিকতার কৃতিত্ব দিতে পারেন যাতে আমরা এখন চিরকাল নিখুঁত আনন্দে পবিত্র আল্লাহর সাথে বসবাস করতে পারি।

হজরত ঈসা সকল গুনাহের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন যারা ঈমান আনেন এবং ঈমান আনেন যা তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন। তিনি ইবনুল্লাহ। যখন আমরা তাঁর জীবন ও মৃত্যুতে বিশ্বাস করি তখন হজরত ঈসা আমাদের ত্রাণকর্তা এবং বন্ধু হন।

নির্দোষ (হজরত ঈসা) দোষীদের (আপনার এবং আমার) জন্য মারা গিয়েছিলেন যাতে আমরা বাঁচতে পারি!

এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প! আপনি যদি "নতুন জন্ম" হয়ে থাকেন তবে আপনি এটিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করবেন কারণ পাক রুহ আপনাকে এই অতিপ্রাকৃত সত্যগুলিকে ঈমান আনতে সক্ষম করার জন্য একটি নতুন হৃদয় দিয়েছেন। সেই মুহুর্তে, আপনি আপনার সমস্ত বর্তমান এবং আপনার সমস্ত অনন্তকাল বিশ্রাম পাবেন যা হজরত ঈসা এবং তার প্রতিশ্রুতির উপর।

একজন ব্যক্তি ঐতিহাসিকভাবে হজরত ঈসা সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানতে পারে, কিন্তু তাতে তারা চিরতরে রক্ষা পায় না। নাজাত হজরত ঈসা মসীহ সম্পর্কে মাথার স্তান নয়, এটি পাক রুহর কাছ থেকে একটি উপহার। ইফিসীয় ২:৮-৯ আল্লাহর রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহরই দান। এটা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।

শুধুমাত্র "নতুন জীবনের" এই উপহার প্রাপ্তির পরেই একজন ব্যক্তি এখন নিশ্চিত হতে পারেন যে খ্রিস্টধর্ম হল বেহেস্তের সত্যিকারের পথ এবং মসিহ-অনুসারী হওয়াই একমাত্র চিরস্থায়ী সম্পর্ক। খ্রিস্টধর্ম সঠিক এবং মৃত্যুর পর হজরত ঈসার সাথে থাকার জন্য ব্যক্তির রুহকে বেহেস্তে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং তা জানতে প্রত্যেককে অবশ্যই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।

হজরত ঈসা মসিহের সত্যতা এবং তাঁকে (খ্রিস্টধর্ম) অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্তান সংরক্ষণ করা একই সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা যখন পাক রুহ নতুন রুহানি জন্ম দেন [ধর্মতাত্ত্বিক সংজ্ঞা = পুনর্জন্ম]।

ঠিক যেমন একটি শিশু জানে যে সে জীবিত, ঠিক ব্যক্তির সাথে "পুনরায় জন্ম" এভাবেই হয়। এই ব্যক্তি জানেন যে কিছু ঘটেছে এবং তারা নতুন ক্ষুধা, ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বেঁচে আছে।

মসিহতে "নবজাতক" বুঝতে পারে যে তারা এখন সেই জিনিসগুলিকে ভালবাসে যা তারা ঘৃণা করত এবং সেই জিনিসগুলিকে ঘৃণা করে যা তারা একসময় ভালবাসত। তাদেরকে মসিহের মত চিন্তা করার এবং তাঁর মত কাজ করার জন্য তার মন ও রুহ দেওয়া হয়েছে। "নবজাতকের" জন্য প্রতিদিনের বাস্তবতা হল কিতাবুল মোকাদ্দাস পড়ার এবং হজরত ঈসা সম্পর্কে সমস্ত কিছু শেখার ইচ্ছা, যে তিনিই ইবনুল্লাহ। এবং হজরত ঈসা মসীহকে বিশ্বাস এবং অনুসরণ না করে কেউ বেহেস্তে যেতে এবং পিতার সাথে থাকতে পারে না। সব কিছুই স্পষ্ট!

হজরত ঈসা নিজের সম্পর্কে যা ঘোষণা করেছেন তাতে কেউ ঈমান আনতে পারে না, যদি না প্রথমে সেই কালামে ঈমান আনার জন্য অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই হৃদয়ের ঈমান একটি স্পষ্ট ঈমান দ্বারা উপলব্ধ হয়। তা হলো সে সমস্ত মানুষদের জন্য যারা গুনাহের জন্য দোষী এবং মৃত্যুর অনন্ত শাস্তির যোগ্য।

এই অপরাধের সচেতনতা এবং আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমি ছাড়া অন্য কারো প্রয়োজন যা এক গভীর, গভীর দুঃখের জন্ম দেয় [যাকে অনুতাপ বলা হয়]। যখন আমরা আমাদের নাজাতদাতা এবং আমাদের বন্ধু হওয়ার জন্য হজরত ঈসার কাছে চিৎকার করি।

আপনি যখন আপনার হৃদয় পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে আপনি হজরত ঈসার কথাগুলিকে সত্য বলে ঈমান আনতে চান, কিন্তু আপনি জানেন যে আপনি "নতুন জন্মগ্রহণ করেন নি" তখন আপনি কি করবেন? আপনি হজরত ঈসার কাছে চিৎকার করে আপনাকে বাঁচাতে চান। তিনি এটি করবেন কারণ তিনি তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হজরত ঈসার কাছে ফ্রন্দন চালিয়ে যান এবং ঠিক সঠিক সময়ে, যখন পাক রুহ আপনাকে মসিহের মধ্যে একটি নতুন প্রাণী হিসাবে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য সংকল্প করেছেন, আপনি আবার জন্মগ্রহণ করবেন।

- লুক ১৮:১৩-১৪ সেই সময় সেই খাজনা-আদায়কারী কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আসমানের দিকে তাকাবারও তার সাহস হল না; সে বুক চাপড়ে বলল, 'হে আল্লাহ! আমি গুনাহগার; আমার প্রতি মমতা কর।' "আমি তোমাদের বলছি, সেই খাজনা-আদায়কারীকে আল্লাহ ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন আর সে বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু সেই ফরীশীকে তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন না। যে কেউ নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে।"
- রোমীয় ১০:৯-১১ সেই কথা হল, যদি তুমি ঈসাকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং দিলে ঈমান আন যে, আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি নাজাত পাবে; কারণ দিলে ঈমান আনবার ফলে আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন আর মুখে স্বীকার করবার ফলে নাজাত দেন। পাক-কিতাব বলে, "যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে নিরাশ হবে না।"

এই সঠিক সময়ে আপনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবেন যে একজন মসিহ-অনুসারী হওয়া হল সবচেয়ে বড় সুযোগ এবং আশীর্বাদ যা আপনি কখনও পেতে পারেন। আপনি আনন্দ এবং শান্তিতে পূর্ণ হবেন। এইগুলো বিশ্বাসকর নিশ্চিতকারী আবেগগুলির প্রাথমিক প্রমাণ হবে যে আপনাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং আপনার প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে মসীহে চিরকালের জন্য সুরক্ষিত হয়েছেন।

সত্যিই, এর সবকিছু হজরত ঈসা সম্পর্কে!

আপনার বন্ধুরা - WIFM ক্যাম্পাস

- ১ ইউহোন্না ৫:১২-১৩ ইবনুল্লাহকে যে পেয়েছে সে সেই জীবনও পেয়েছে; কিন্তু ইবনুল্লাহকে যে পায় নি সে সেই জীবনও পায় নি। তোমরা যারা ইবনুল্লাহর উপর ঈমান এনেছ, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।